যুলুম বেশী সময় টিকে না

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

"আয-যালামু লা ইয়াদুম"। বলা হয়, "অন্যায় বেশী সময় টিকে না"। মানে, একজন মানুষ অন্যায়ের মাধ্যমে টিকতে পারে না এবং চিরজীবন অন্যায় চালিয়ে যেতে পারে না। নিশ্চিতভাবে তার একটি নির্ধারিত সময় আছে। যে যুলুম করে সেও চলে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। এটা আল্লাহ্‌র আদেশ।

অতএব, কেউই অন্যায়ের মাধ্যমে বেশী সময় শাসন করতে পারেনি। যারা ন্যায় এবং রাহমাতের মাধ্যমে রাজত্ব করেছে তারা হচ্ছে ওসমানীয়াগণ। ওসমানীয়ারা প্রায় ৭০০ বছর রাজত্ব করেচে। মানুষের এটা দেখা উচিত। কিন্তু শয়তান লোকদের অন্ধ এবং বধির করে ফেলেছে। তারা শোনে না এবং তারা মানে না। তারা ভাবে তারা অন্যায় চিরজীবন চালিয়ে যাবে। একজন মানুষের জীবন ১০০ বছরও ছাড়ায় না। যদি তুমি অত্যাচার কর, নিশ্চিতভাবে তুমি তা পরিশোধ করবে আখিরাতে।

বাকহীন পশুরাও প্রতিশোধ পাবে একে অপরের উপর আক্রমণ করার কারণে। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "যখন একটি শিংবিহীন ভেড়াকে একটি শিংওয়ালা ভেড়া ঢুঁ মারে, আখিরাতে আল্লাহ্ সেই শিংবিহীন ভেড়াকে শিং দান করবেন তার আক্রমণকারীকে পাল্টা আঘাত করার জন্য যেন ন্যায্য বিচার প্রতিষ্ঠা হয়"।

তাই নিশ্চয়ই যা কিছু অত্যাচার হয়েছে তার জন্য তারা আখিরাতে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ্‌র অধিকার ভিন্ন এবং আল্লাহ্ উনার অধিকার ক্ষমা করেন, কিন্তু যতদিন অত্যাচারিত মানুষটি ক্ষমা না করবে ততদিন পর্যন্ত অত্যাচারী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। অত্যাচারী এমনিতেই পৃথিবীতে অস্বস্তিতে থাকে, তার সব কাজই নিরর্থক এবং আখিরাতে তার অবস্থা আরও খারাপ হবে। আখিরাতে সে দুঃখিত হবে যখন তাকে জবাব দিতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু তখন দুঃখিত হয়ে কোন লাভ হবে না। সে পৃথিবীতে যাবে অত্যাচার করেছে, তাওবা করে তার কাছে মাফ চাইতে হবে এবং আখিরাতে জন্য সেই হিসাব বাকী রাখা যাবে না।

আখিরাত আছে। যেসব মানুষের ঈমান আছে তারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে। এটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ জীবন কাটায় এবং সত্যিকার মানুষের মত আচরণ করে। কারও অত্যাচার করা উচিত নয় এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা উচিত। একজন মানুষের দয়াশীল হওয়া উচিত। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে রাহমাত দান করুন এবং আমাদের হৃদয়

থেকে যেন রাহমাত উঠিয়ে না নেন। যখন তিনি রাহমাত তুলে নেন তখন সেই মানুষটি একটি বন্য পশুতে পরিণত হয়। তাকে আমরা তখন আর মানুষ বলতে পারি না। সে তখন একটি জানোয়ার। আল্লাহ না করুন।

ওয়া মিন আল্লাহ্ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২ ডিসেম্বার ২০১৬/২ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।